# তৃষ্ণা

ঠিক গলিটার মাঝামাঝি এসে চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছিল মিনতি, কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় নিয়ে। কাঁধে ঝোলানো ভারী ব্যাগটার বোঝা বয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে। বড় রাস্তার বড় বড় বাড়িগুলোর সম্বর্ধনার অবমাননায় জর্জরিত হয়ে। ভেবেছিল বড়লোকদের মোটাসোটা আদুরে বউদের আশা ছেড়ে এবার গলিঘুঁজির নিম্ন মধ্যবিত্তদের দোরে হানা দেবে। ব্যাগ বোঝাই আলতা, সিঁদুর, গন্ধ-তেল, সুগন্ধি-সাবানের খদ্দের না জুটুক অন্তত এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে তেষ্টা মেটাতে পারবে সে। চোর ছ্যাঁচোড় ভেবে তারা অন্তত বার দরজা থেকে হাঁকিয়ে দেবে না তাকে। কিন্তু তার কপাল মন্দ। গলিতে ঢুকে ঠিক মাঝামাঝি পথ এসেই পট করে চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে বসলো হঠাৎ। অবশ্য একেবারে হঠাৎ বলা যায় না। চটির বয়স হয়েছে, আজ না হোক কাল ছিঁড়তোই। কিন্তু এই ভাবে মাঝ রাস্তায় না ছিঁড়লেও পারতো। বাড়ি ফেরার মুখে, কিংবা পতিতুণ্ডি সতীলক্ষ্মীর কার্যালয়ে এঘর ওঘর করার সময় স্ট্র্যাপটা ছিঁড়লে এমন বিপর্যস্ত হতে হ'ত না মিনতিকে। এখন উপায়? দিশেহারা মিনতি অসহায় চোখে এদিক ওদিক তাকায়।

আজ সকালের ট্রেনে বক্সারে এসেছে সে, জীবনে প্রথমবার। বেচা-কেনা সেরে সাড়ে চারটের ট্রেনে পাটনা ফেরার কথা। বেচা-কেনা যা হয়েছে বলার নয়। সাবান, আলতা, সিঁদুর, গন্ধ-তেল, ধূপকাটি সব ছ'ডজন করে তেমনি সাজানো রয়েছে ব্যাগে। আসলে এ লাইনে একেবারে আনাড়ি মিনতি। পতিতুণ্ডিমশাই যতদিন ছিলেন, সতীলক্ষ্মী কার্যালয়ে বসে হিসেবপত্তর দেখা, স্টক গোছানো, চিঠিপত্র লেখা - এই সবই করেছে মিনতি এবং ভালভাবেই করে এসেছে এতকাল। গত দু'মাস হ'ল পতিতুণ্ডিমশাইয়ের শ্যালক ঘনশ্যাম এসে দপ্তরে বসেছে। কাজকর্মে মন নেই, মন অন্যত্র। দপ্তরের মেয়েগুলোর পিছনে ছোঁক ছোঁক করে সারাক্ষণ। আর সকলের মাথার উপর রক্ষক আছে। স্বামী, বাপ, ভাই। এক মিনতির কেউ বলতে একেবারে কেউই নেই।

এখনও সিঁদুর পরে - কিন্তু যার কল্যাণে পরা, সেই স্বামী যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, আছে কি নেই, তাও জানে না কেউ। শুধু স্বামী নয়, ঘরসংসার ভিটেমাটি সব ছেড়ে একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে কুটোর মত ভাসতে ভাসতে কবে যে এই সতীলক্ষ্মী কার্যালয়ে অন্ন সংস্থানে লেগেছে তা যেন নিজেরও আর ভাল করে মনে পড়ে না মিনতির।

গত আট-দশ বছর সুখে দুঃখে কেটে গেছে একরকম। নিরবলম্বন কর্মদক্ষ মিনতিকে বরাবর স্নেহ, অনুকম্পা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে কার্যালয়ের লোকেরা। পতিতুণ্ডিমশাই অক্ষম হ'তে তাঁর শালা এসে অবধি সব বদলে গেল। ঘনশ্যাম চায় মিনতি ওর সঙ্গে ফস্টি-নষ্টি, রঙ্গ-রস করুক। স্বামীই যখন লাপাত্তা তখন তাকে স্মরণ করে কেন আর এই সতীত্বের আদিখ্যেতা। দু'মাস ধরে ক্রমাগত মিনতির কানের কাছে এই এক মন্তর পড়ে যাচ্ছে ঘনশ্যাম। শেষে কিছুতেই যখন কাজ হ'ল না, চটে মটে প্রতিশোধ নিলো মিনতির কাজ বদল করে। এবার থেকে কার্যালয়ের কাজ অন্যের। মিনতিকে ঘুরে ঘুরে সতীলক্ষ্মীর মাল ফিরি করে বেড়াতে হ'বে শহর শহরান্তরে।

মাল ফিরি করার কাজ জীবনে এই প্রথম করছে মিনতি। আর এই প্রথম দিনেই যত রকমের বিপত্তি। এমনকি চটিটাও তার সঙ্গে শত্রুতা করলো। গলির দু'পাশে ছোট, মাঝারি হাড়গিলে চেহারার বাড়ি সব। দেওয়ালগুলো রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে। তেষ্টায় বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে মিনতির। আহা, একটু জলও যদি পাওয়া যেতো। ছেঁড়া চটিটা এক হাতে ধরে ইতস্তত করে মিনতি। এই ভর দুপুরে গৃহস্থ ঘরের বউরা হয়তো হেঁসেলের কাজ সেরে সবে একটু শুয়েছে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে। যদি বিরক্ত হয়! এমনি সাত-পাঁচ ভাবছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সামনের বাড়ির জানলার ফাঁকে একটা মুখ দেখা গেল। মিনতির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শ্যামলা রঙের লাজুক মত একটা বউ।

"চটি ছিঁড়ে গেল বুঝি?"

মিনতির মনে হ'ল বউটা বোধহয় অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছে

তাকে। ও-ই খেয়াল করেনি এতক্ষণ। মিনতি সাগ্রহে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। এক হাতে চটি ঝুলিয়ে এক পায়ে চটি পরা অসমান পদক্ষেপে।

"একটু জল দেবেন। বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

"এই যে আসছি।"

পাশের দরজা খুলে বউটি বেরিয়ে এলো।

"ভিতরে চলুন। যা গরম বাইরে।"

মিনতি কৃতজ্ঞচিত্তে বউটির সঙ্গে ঘরে ঢুকলো। ওকে তক্তপোষে বসিয়ে কাঁসার গেলাসে ঠাণ্ডা জল আনলো বউটা। রেকাবিতে খানকয়েক গজা আর কুচো নিমকি।

ঢক ঢক করে এক সঙ্গে সব জলটা খেয়ে গেলাস নামিয়ে রেখে মিনতি বললো, "আঃ বাঁচলাম। কি তেষ্টাই পেয়েছিলো।"

"ওগুলো খান। আরও জল আনছি ----," বউটা গেলাস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনতি কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে রাখলো।

ছিমছাম ঘরখানা। জোড়া তক্তপোষের উপর পুরু বেডকভার ঢাকা বিছানা। ঘরের একপাশে দেওয়াল ঘেঁসে ছোট বড় তিনটে স্টীলের ট্রাঙ্ক। দেওয়ালে টাঙানো মাঝারি সাইজের একটা আয়নার র‍্যাকে সিঁদুর, চিরুণি, স্নো, পাউডার। অন্যদিকের দেওয়ালে দেবদেবীর ফটো আর ক্যালেণ্ডার। বউটা কাঁচের একটা গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

"একটু শরবৎ খান। যা গরম পড়েছে।"

মিনতি অবাক হয়ে ওর পানে চেয়ে রইলো। দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো তার। বউটা কি বুঝলো কে জানে।

বললো, "সামান্য একটু শরবৎ। খেয়ে নিন। কর্তার জন্যে আম-পোড়া শরবৎ করে রেখেছি। একটু বেশীই হয়েছে আজ। তার থেকে একটু দিলাম। ওটুকু খেয়ে নিন দিদি।"

মিনতি শরবৎ খেতে লাগলো। বউটার কথার আর শেষ নেই। ভারী মিশুকে মেয়ে। একেবারে একা পড়ে গেছে এখানে। কথা বলার লোক নেই কেউ।

"জানেন দিদি, এ পাড়ায় বাঙালী বলতে শুধু এই আমরাই। সারাদিন প্রাণটা আইঢাই করে। উনি তো আসেন সেই সাড়ে তিনটে চারটেয়। তাও সর্বক্ষণ অফিসের চিন্তা নিয়েই আছেন। কিছু বলতে গেলে হুঁ-হাঁ করে সেরে দেন। একটা কথাও যদি কানে ঢোকে কখনো ।"

মিনতিও অনর্গল কথা বলে যায়। কে বলবে এই একটু আগেও চিনতো না কেউ কাউকে। বউটার নাম সুনীলা। সুনীলা মুখুটি।

"ওমা, আমিও তো মুখুটি ! মিনতি মুখুটি!"

মিনতির কাছে সুনীলা শোনে সেই ঘোর দুর্যোগের কথা যখন শত শত সাজানো সংসার বিদ্বেষের অনলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল রাতারাতি। কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে মিনতি। আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। সেই ঝড় জলের রাত। স্বামী তার শহরে গেছে খোকনের জন্যে ওষুধ আনতে। বাড়িতে জ্বরতপ্ত খোকনের শিয়রে বসে মিনতি। দুর্যোগের পূর্বাভাস আগের থেকেই কিছু কিছু পাওয়া গেছিল। এর আগেও হুমকি এসেছে এমন। ওরা ভেবেছিল এবারও ফাঁকা আওয়াজ শুধু। নিজের ভিটেয় রয়েছে, কারও কোন ক্ষতি না করে। তাদেরই বা ক্ষতি করতে যাবে কেন কেউ? তাছাড়া, ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার ঠাঁই থাকলে তো? সে যাদের ছিল, তারা কবেই চলে গেছে।

খোকনের জ্বরটা যেন আরও বেড়েছে। নিঃঝুম হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটা। এক দৃষ্টে ছেলের মুখের পানে চেয়ে বসেছিল মিনতি। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে। সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ তাই শুনতে পায়নি সে।

হালিম মিঞা অনেক ডাকাডাকি করে শেষে পাঁচিল টপকে উঠোনে নেমে ঘরের দরজায় এসে হাঁক দিল, "বৌঠান! বৌঠান!"

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো মিনতি, "কে? কে ওখানে?"

"ভয় নেই বৌঠান, আমি হালিম।"

দরজা খুলে দিল মিনতি। হালিমের জামা-কাপড় ভিজে সপ্-সপ্ করছে। হাতে একটা পুঁটলি।

"বড় বিপদ বৌঠান। ভিন-গাঁ থেইকা শয়ে শয়ে গুণ্ডারা আইসতাছে। মুনশির হাটে খানা-পিনা সাইরা এইদিকপানে আসবো তারা। আপনি জল্‌দি খোকনরে লইয়া আমাগো বাসায় চলেন। আজ রাতটা পার কইরা কাল আপনাগো বাবুগঞ্জে পৌঁছাইয়া দিমু।"

"কিন্তু আপনাগো দাদা তো ফেরেন নাই। "

"দাদা নিশ্চয় খবর পাইছেন। তাই এখন এই বিপদের মুখে ফেরেন নাই। বৌঠান, আপনি নির্ভয়ে আসেন। রাতটা আমাগো বাসায় সকিনার লগে থাকেন। গাঁয়ের লোকে মুখ খুলবো না। গুণ্ডারা চইলা গ্যালে, দ্যাশ ঠাণ্ডা হইলে আবার ফিরা আসবেন। ----"

হালিম মিঞার বউ সকিনা নিজের কালো বোরখাখানা পাঠিয়েছে। সাবধানের মার নেই। বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে যেতে পারবে মিনতি। দেখলেও তাকে চিনবে না কেউ। জরত্বপ্ত খোকনকে চাদরে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলো হালিম মিঞা। ওর পিছনে বোরখা-পরা মিনতি। ঘুরপথ দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললো। পৌঁছেও ছিল হালিম মিঞার বাড়ির কাছাকাছি। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ল না।

সেই নির্জন ঘুরপথে হঠাৎ আট-দশ জন ষণ্ডামার্কা লোক কোথা থেকে ভুঁইফোড়ের মত উদয় হয়ে হালিমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো হালিম মিঞা, খোকনকে বুকে নিয়ে। দুর্বৃত্তদের প্রহারে খোকন আর হালিম মিঞার রক্তে একাকার হয়ে গেল মাটি। হত্যার উল্লাসে উন্মত্ত শয়তানগুলোর চোখ এড়িয়ে ত্রাসে আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মিনতি অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে কোনমতে দিঘির ঘাটে পৌঁছেছিল। দিঘির কালো জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল খুনেগুলোর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। তারপর আর কিছু জানে না সে।

এরপর পুরোপুরি বোধশক্তি ফিরে পেলো যখন, তখন সে পশ্চিম ভারতের এক শরণার্থী শিবিরে। কখন কিভাবে কার সাহায্যে সে যে সেখানে গিয়ে ভিড়লো সে সম্বন্ধে এতটুকু ধারণা নেই তার। মাঝের ক'টা

মাস বেমালুম মুছে গেছে তার মানস-পট থেকে। মিনতি নিঃশব্দে চোখ মুছলো। সুনীলাও। এরপর কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। সুনীলা ঘোমটা টেনে তড়িৎবেগে উঠে গেল। জানলার বাইরে দোর-গোড়ায় মাঝ-বয়সী এক ভদ্রলোককে দেখা গেল। মাথায় স্বল্প টাক, কাঁচা-পাকা গোঁফ, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। বউটি ঘনিষ্ঠ গলায় কথা বলছে তার সাথে। জল, গামছা এগিয়ে দিয়ে শরবৎ আনতে গেল মিনতির সামনে দিয়ে।

শরবতের গেলাস হাতে ফিরতি পথে এঘর দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে থেমে বললো, "কি হ'ল দিদি? শরীর খারাপ লাগে?"

মিনতি কম্পিত দুই হাঁটুর উপর মাথা রেখে স্খলিত কন্ঠে বললো, "কিছু না। মাথাটা কেমন করছে ----।"

মাঝবয়সী ভদ্রলোক দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

সুনীলা বললো, "আলতা বেচতে এসেছিলেন। গরমে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

মিনতি কোনমতে উঠে দাঁড়ালো।

"এবার আমি যাবো। সাড়ে চারটেয় ট্রেন।"

সুনীলা বললো, "রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন না তো? এই যে আপনার ব্যাগ।"

ব্যাগটা যেন আরও দশগুণ ওজন নিয়েছে হঠাৎ।

মিনতিকে কাতর মুখে ব্যাগটা কাঁধে ঝোলানোর বিফল প্রচেষ্টা করতে দেখে সুনীলা করুণ চোখে স্বামীর পানে চাইলো, "হ্যাঁগো, একটু এগিয়ে দিয়ে এসো না! এই অসুস্থ অবস্থায় ব্যাগ ঘাড়ে করে যেতে পারে কখনো? তুমি মোড়ের মাথা অবধি ব্যাগটা নিয়ে যাও বরং। একটা রিক্সা ডেকে বসিয়ে দিও।"

ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে ব্যাগটা তুলে নিলেন। সুনীলার কাছে একটা সেফটি-পিন চেয়ে নিয়ে ছেঁড়া চটিটা কাজ চালানোর মত মেরামত করে নিয়েছিল মিনতি। চটিতে পা গলিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভদ্রলোকের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো যন্ত্রচালিতের মত। সুনীলা জানলা দিয়ে